সেন্ট পিটার্সবার্গে অমিতাভ বচ্চন।

সপরিবারে বিশ্বকাপে বিগ বি

সেন্ট পিটার্সবার্গ, ১০ জুলাই ঃ বিশ্বকাপ ফাইনালের সরাসরি স্বাদ নিতে লেনিন-স্তালিনের দেশে সপরিবারে অমিতাভ বচ্চন। ক্রীড়াপ্রেমী হিসেবে পরিচিত বিগ বি। পুত্র অভিষেক বচ্চনের নিজস্ব দল রয়েছে আইএসএলে। আর খেলার টানেই সোমবার রাতে সেন্ট পিটার্সবার্গে উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন বচ্চন পরিবার।

সোশ্যাল মিডিয়ায় বিগ বি, অভিষেকের একের পর এক পোস্ট নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছিল। পরে পরিষ্কার হয়ে যায়, পুত্র অভিষেক, কন্যা শ্বেতা নন্দ এবং নাতনি নাভ্য নাভেলি ও নাতি অগস্তকে নিয়ে প্রাইভেট জেটে বিশ্বকাপ-দর্শনে বেড়িয়ে পড়েছেন বলিউড বাদশা।

মুম্বই থেকে সেন্ট পিটার্সবার্গ। পুরো জার্নিটা গোপন রাখা হয়েছিল। কিন্তু গতকাল রাতে অমিতাভের একটি পোস্টের পর বিষয়টি সামনে চলে আসে। পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মোবাইলে ব্যস্ততা নিয়ে মজা করে একটি ছবি পোস্ট করেছিলেন বিগ বি। সোশ্যাল মিডিয়ায় নিয়মিত ছবি পোস্ট করাটা অভ্যাস অমিতাভের। যদিও এই ছবিটা থেকে শুরু হওয়ার জল্পনার নিরসন অভিষেকের পরবর্তী পোস্টগুলিতে।

অভিষেকও বোনঝি-বোনপোদের মোবাইল-ব্যস্ততার ছবির পাশাপাশি প্রাইভেট জেটের বসে থাকার বেশ কিছু ছবিও পোস্ট করেন। এরপর জল্পনা দূর। পরিষ্কার হয়ে যায় বিশ্বকাপ দর্শনে সপরিবারে সেন্ট পিটার্সবার্গ রওনার হওয়ার বিষয়টি। 'ঠগ অফ হিন্দুস্থান', 'বদলা' সহ একাধিক ছবির শুটিংয়ের কাজ শেষ করেছেন। লাইট, সাউন্ড, ক্যামেরা সরিয়ে আপাতত ফুটবল মৌতাতে মন ভরানো। ফাইনালে গ্যালারিতে বসে বিগ বি কোন দলকে সমর্থন জানান, সেটাই দেখার।

ইংল্যান্ড তাকিয়ে কোচ সাউথগেটের দিকে

ক্রোয়েশিয়ার তুরুপের তাস মডরিচ

রাশিয়ায় উত্তরবঙ্গ সংবাদ
সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

সেন্ট পিটার্সবার্গ, ১০ জুলাই ঃ হ্যারি কেন নাকি ডেলে আলি? পিকফোর্ড নাকি রহিম স্টার্লিং? না এঁরা কেউই নন। ইংরেজ তরুণীদের ভোটটা যিনি পাবেন তিনি এদের দ্বিগুণ বয়সি। নিজস্ব একটা ধরন, স্টাইল, ফ্যাশন স্টেটমেন্ট এবং ম্যানারিজম দিয়ে হ্যারি কেন, পিকফোর্ডদের থেকে কয়েককদম এগিয়ে তাঁদের কোচ। রিজার্ভ বেঞ্চে তাঁকে দেখলেই নাকি ধুকপুকুনি বাড়ছে সুন্দরীদের।

এই মুহূর্তে নিজেদের দলের কোচের উপর অগাধ আস্থা সেদেশের লোকজনের। ইংরেজরা বলতে শুরু করেছে গ্যারেথ সাউথগেটের জন্যই আজ ইংল্যান্ড এই জায়গায়। তিনিই এই কুছ পরোয়া নেহি মনোভাবটা আমদানি করতে পেরেছেন দলের মধ্যে। যা তিনি তৈরি করেছিলেন নিজের ফুটবলার জীবনে ক্রিস্টাল প্যালেস অ্যাকাডেমি থেকে। যেখানে ওই ছোটো ছোটো ছেলেদের সামরিক বাহিনীর কাছে ছেড়ে দেওয়া হত অনুশাসন শেখানোর জন্য। নিজস্ব ট্রেডমার্ক নীল ওয়েস্টকোটের নীচে যেমন সুন্দর সুন্দর শার্টগুলো পরেন সাউথগেট, তার আস্তিনে যে এখনও প্রচুর তুরুপের তাস রয়ে গিয়েছে সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই ইংরেজদের। সেই আশাতেই ভর করে তাঁরা ফাইনাল এবং আরও বড়ো কিছুর দিকে তাকিয়ে এখন। এতটাই বিশ্বাস যে, আজই সেমিফাইনাল দেখতে মস্কোয় পৌঁছোনো পল গাসকোয়েনের মতো প্রাক্তনীও তাঁর বার্তায় বলে ফেলেছেন, 'শুভেচ্ছা রইল তোমাদের জন্য। আর গ্যারেথ আমি জানি না তুমি সাজঘরে ছেলেদের কী বলছ, কিন্তু যা বলছ তা যে কাজ করবে, সেবিষয়ে আমি নিশ্চিত।'

গাসকোয়েনদের আশায় জল ঢেলে দেওয়ার জন্য ক্রোয়েশিয়া কতটা তৈরি তা নিয়ে যেন এই প্রথমবার খানিকটা দ্বিধায় ইংল্যান্ডের হেডস্যার। একা লুকা মডরিচই তাঁর চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন। ইভান রাকিটিচকে সঙ্গী করে যে অবিশ্বাস্য ফুটবল রিয়াল মিডফিল্ডার খেলছেন তা দুশ্চিন্তা বাড়ানোর পক্ষে যথেষ্ট। কোচ ডালিচ সম্ভবত প্রতিপক্ষের উপর চাপ বাড়াতেই তাঁর এই দুই ধারালো অস্ত্রকে, 'বিশ্বকাপের সেরা মিডফিল্ড জুটি' বলে আখ্যা দিয়ে রেখেছেন। এবং এটা সত্যিই চাপ বাড়িয়ে দিয়েছে সাউথগেটের। তিনি কীভাবে নিজের মাঝমাঠ সাজাবেন তা ভেবে উঠতে পারছেন না। কারণ, এই মডরিচ একাই তাঁর পেশাদার জীবনের প্রথমদিকে বছর দশেক আগে ইংল্যান্ডের ইউরো কাপের যোগ্যতা অর্জনের আশায় জল ঢেলে দিয়েছিলেন। সেইসময়ে মিডফিল্ডে যাঁরা ছিলেন সেই স্টিভেন জেরার্ড বা ফ্র্যাঙ্ক ল্যাম্পার্ডের তুলনায় ডেলে আলি এবং জেসে লিনগার্ড বা তাঁদের পিছনে ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার হিসেবে খেলা জর্ডন হ্যান্ডারসন তো শিশু। এরিক দিয়েরকে 'আমার পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ' বলে যতই বর্ণনা করুন না কেন, তাকে কলম্বিয়ার বিরুদ্ধেই খুব একটা স্বচ্ছন্দ লাগেনি। তাছাড়া বিশেষজ্ঞরা অনেকেই বলছেন, বেলজিয়ামের কেভিন ডি ব্রুয়েন বা কলম্বিয়ার হামেস রডরিগেজ কিন্তু ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলেননি। তাই সেসব ম্যাচে ইংল্যান্ড মাঝমাঠের সঠিক পরীক্ষাটা হয়নি। গত দশ বছরে মডরিচ যে জায়গায় পৌঁছে গিয়েছেন তাতে সত্যিকারের বিশ্বকাপ পরীক্ষাটা এবারই হবে সাউথগেটের দলের। ক্রোয়েশিয়া অধিনায়ক অবশ্য প্রতিপক্ষকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে বলেন, 'ওরা সত্যিই অসম্ভব শক্তিশালী দল। মানসিকতার কথা বলতে পারব না কিন্তু মাঠে ওদের খুব প্রতিজ্ঞাবদ্ধ দেখাচ্ছে। আগে যে মানসিকতা নিয়ে ইংল্যান্ড খেলতে নামত তেমন হলেই বরং ভালো ছিল।'

যাদের নিয়ে এতসব আলোচনা হচ্ছে সেই ইংল্যান্ড এবং ক্রোয়েশিয়া দু-দলেরই অবশ্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্প্রতিককালে বলার মতো বিশেষ কিছু নেই, কিছু ব্যক্তিগত সাফল্য ছাড়া। ইংল্যান্ড শেষবার বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল খেলেছে সেই ১৯৯০ সালে। সেখানে ক্রোয়েশিয়া এর আগে একবারই সেমিফাইনালে পৌঁছোতে পেরেছিল, সেও সেই ১৯৯৮ বিশ্বকাপে, যা চিরকালের জন্য জিনেদিন জিদানের বিশ্বকাপ বলে পরিচিত। দাভর সুকের, বোবানরা থাকা সত্ত্বেও সেদিন ফ্রান্সের লিলিয়াম থুঁর-এর জন্যই ম্যাচটা হেরে ফিরতে হয় ক্রোটদের। তবে এটাও মাথায় রাখতে হবে, ১৯৯০-এর আগে ক্রোয়েশিয়া বলে আলাদা কোনো দেশই ছিল না। যুগোস্লাভিয়ার অঙ্গ ছিল তারা। সেসময় রাজনৈতিক দিক দিয়ে যতটা ফুটবলে ততটা বড়ো শক্তি ছিল না স্লাভ বা ক্রোটরা। তবে বহুকাল বাদে এই ম্যাচকে ঘিরে খুব স্বাভাবিকভাবেই উত্তেজিত দু-দেশের মানুষই। ইংরেজরা যেখানে, 'ইট্‌স কামিং হোম' গান গাইছেন তখন তা নিয়ে আবার ব্যঙ্গ ক্রোয়েশিয়ার কাগজপত্রে। যা দেখে স্বভাবতই রাগছেন ইংল্যান্ডের সাধারণ মানুষ। ক্রোয়েশিয়ার একটা কাগজে নাকি লেখা হয়েছে, 'ইংল্যান্ডের লোকজন হ্যারি কেনকে যতটা ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখাচ্ছে, ও তেমন কোনো ফুটবলারই নয়। একটা দলের অধিনায়ক অথচ তাঁর কোনো গ্ল্যামারই নেই।'

এসব শুনে নাক উঁচু ইংরেজদের মাথা খারাপ হওয়ারই জোগাড়। এতেই শেষ নয়, তাঁদের দেশের সংবাদমাধ্যমেও দু-একজন ফুটবল পণ্ডিত ক্রোয়েশিয়া বিশেষ করে মডরিচের হয়ে হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন ইংল্যান্ডকে। টটেনহ্যামে মডরিচের সঙ্গে খেলা প্রাক্তন ফুটবলার জার্মেইন জেনাস বিবিসিতে লিখেছেন, 'ওর মানসিকতাই হল শুধু জয়, জয় ও জয়। ঠিক এই কারণেই আমি আমার একসময়ের সতীর্থকে এত নম্বর দিয়ে থাকি। এরকম মানসিকতার খুব বেশি ফুটবলার যেমন আমি দেখিনি তেমনি এত প্রতিভাবানও খুব কম দেখেছি।' তিনি একথা বললেও দেজান লোভার্ন অবশ্য হ্যারি কেনকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত। ক্রোয়েশিয়ান ডিফেন্ডার বলেন, 'ওকে যে কৃতিত্ব দেওয়া হচ্ছে কেন তার যোগ্য। গত কয়েকটা মরশুমের প্রতিটিতেই ও ২৫টা বা তার বেশি গোল করেছে। এইমুহূর্তে বিশ্বের সেরা স্ট্রাইকারদের মধ্যে ওকে রাখতেই হবে। তাই ওকে রোখাটা আমার কাছে চ্যালেঞ্জ। আমিও যে সেরা ডিফেন্ডার এটা বোঝাতেই চ্যালেঞ্জটা নিচ্ছি।'

কারও কারও ব্যক্তিগত বদলার লক্ষ্যও থাকছে। যেমন লেস্টার সিটি থেকে বিতাড়িত ক্রামরিক আবার ক্লাবের অপমান মাথায় রেখেই খেলতে চাইছেন বলে বলেন, 'ওখানে আমি ভালো ছিলাম। নতুন করে জার্মানিতে গিয়ে সবকিছু শুরু করতে হল। তাই আমাকে তাড়িয়ে দিয়ে যে ওরা ভুল করেছে সেটা দেখাব এবার।' ক্রোয়েশিয়ার সমস্যা একটাই। পরপর দুটো ম্যাচে ১২০ মিনিট প্রবল লড়াইয়ের পর তুলনায় ইংল্যান্ডের থেকে কম বিশ্রাম পাওয়া। কোয়ার্টার ম্যাচের শেষলগ্নে মান্ডজুকিচকে কার্যত বিধ্বস্ত দেখিয়েছে। ইংল্যান্ড অধিনায়ক অবশ্য বলে দিচ্ছেন, ৯০ মিনিটে খেলা শেষ করে মস্কোতেই থাকতে চান তাঁরা। কেনের বক্তব্য, 'এখনই ঘরে ফেরার কোনো ইচ্ছা যেমন নেই তেমনই তৃতীয় স্থানের ম্যাচ খেলতে সেন্ট পিটার্সবার্গেও আর ফিরতে চাই না। মস্কোতে যাচ্ছি যখন ম্যাচ খেলতে, ওখান থেকেই কাপ জিতে দেশে ফিরতে চাই।' শেষপর্যন্ত ১৯৬৬ সালের পুনরাবৃত্তি তাঁরা আদৌ করতে পারলে রানি এলিজাবেথ তাঁর জীবদ্দশায় দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপটা হাতে নেবেন। না পারলে মডরিচ-রাকিটিচদের মতো অনাথালয় বা যুদ্ধবিধ্বস্ত শিবির থেকে উঠে আসা আরও অনেকে হয়তো নতুন দিশা পাবেন বুধ-সন্ধ্যা থেকে।

রবারের তৈরি মোরগ নিয়ে অনুশীলন ইংল্যান্ডের র‍্যাশফোর্ডদের।

কেনকে নিয়ে মনস্তাত্ত্বিক চাপ ক্রোটদের

মস্কো, ১০ জুলাই ঃ মাঠে বল পড়ার আগেই খেল শুরু ক্রোয়েশিয়ার।

গতকাল রাকিটিচ ফাইনালে বেলজিয়ামকে চাই বলে ইংল্যান্ডকে কার্যত উড়িয়ে দিয়েছিলেন। কোচ জাটকো ডালিচের হুংকার, তারা ইংল্যান্ডকে ভয় পাচ্ছেন না। সবকিছু ছাপিয়ে এবার সাউথগেটের দলের বিরুদ্ধে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে নেমে পড়ল ক্রোয়েশিয়ার সংবাদমাধ্যমও। আর তাদের আক্রমণের লক্ষ্য ইংরেজ দলপতি হ্যারি কেন।

'শামুকের চেয়ে মন্থর হ্যারি কেন'-এই ভাষাতেই প্রতিপক্ষ অধিনায়ককে আক্রমণ করেছে ক্রোট ট্যাবলয়েড '২৪ আওয়ার্স'। আর গুরুত্বপূর্ণ সেমিফাইনালে নামার আগে হ্যারি কেনের ফোকাস নড়িয়ে দিতে তারা আশ্রয় নিয়েছে চার বছর আগে ক্রোয়েশিয়া বনাম ইংল্যান্ড অনূর্ধ্ব-২১ ইউরো কাপের ম্যাচকে। দুই লেগের প্লে-অফে কেনের পারফরম্যান্সের প্রসঙ্গ টেনে আনা হয়েছে। ট্যাবলয়েডের ক্রীড়া সাংবাদিক ডেজান লভরিচ কটাক্ষ করে লিখেছেন, 'বল কীভাবে ধরতে হয়, সেটাই তো ঠিকঠাক জানত না কেন। বুক দিয়ে রিসিভ করতে গিয়ে বারবার বল বেরিয়ে যেত। আর ড্রিবল! শামুকের চেয়েও মন্থর গতিতে ড্রিবল করত। আজ সেই কিনা ইংল্যান্ডের অধিনায়ক।'

যদিও বাস্তব হল, প্লে-অফের জোড়া ম্যাচের প্রথমটিতে হেড করে গোল করেছিলেন হ্যারি কেন। শেষপর্যন্ত ক্রোয়েশিয়ার ছুটি করিয়ে দিয়ে ইউরো কাপের মূলপর্বে উঠেছিল ইংল্যান্ড অনূর্ধ্ব-২১ দলই। বলার কথা, সেই একুশ দলের কোচও ছিলেন সাউথগেট। পত্রিকাটি অবশ্য ইংল্যান্ডের জয়, ক্রোয়েশিয়ার হারের বিষয়টি নিয়ে কোনো শব্দ খরচ করেনি। হ্যারির বিরুদ্ধে নিশানা শানিয়ে লভরিচের দাবি, 'হ্যাঁ সেদিন হয়তো ক্রোয়েশিয়ার শেষটা প্রত্যাশিত হয়নি। কিন্তু হ্যারিকে খুব সাধারণ লেগেছিল। অ্যাভারেজ ফুটবলার। চার বছরের ব্যবধানে আগামীকাল ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে সেই হ্যারি কিনা ইংল্যান্ডের অধিনায়ক, মূল তারকা!'

পালটা দিতে দেরি করেননি ইংরেজ সমর্থকরাও। লন্ডনের বছর তিরিশের অ্যাকাউন্ট্যান্ট টম ফার্মার তোপ দেগে বলেছেন, 'হ্যারির গতি নিয়ে ক্রোয়েশীয়রা যা ইচ্ছে বলতেই পারেন। কারণ, আমাদের শামুকই গুটিগুটি পায়ে বিশ্বকাপ ফাইনালের পথে।' বছর আটান্নর ডেক্স মার্শাল বলেছেন, 'হ্যারি হয়তো খুব দ্রুত নয়। কিন্তু সবসময় সঠিক জায়গাটা নিতে জানে। ক্রোটরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করুক, যাতে বুধবার হ্যাটট্রিক করে না ফেলে হ্যারি।' প্রসঙ্গত, চলতি বিশ্বকাপে পানামার বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের ৬-১ জয়ের ম্যাচে হ্যাটট্রিক করেছিলেন হ্যারি কেন।

অধিনায়কের সমর্থনে মুখ খুলেছেন কাইল ওয়াকারও। ইংল্যান্ড ডিফেন্সের অন্যতম সৈনিক বলেন, 'হ্যারি গোলমেশিন। টটেনহ্যামের হয়ে ওর শুরুর দিনগুলি দেখেছি আমি। গোলটা প্রথম থেকেই বাকিদের থেকে ভালো চেনে। ফুটবলপ্রেমীরা শুরুর দিকে 'ওয়ান হিট ওয়ান্ডার' বলত। কিন্তু ক্রমে হ্যারি সেই ভুল ভেঙে দেয়। পরিশ্রম আর প্রচেষ্টাতে আজ এই জায়গাতে পৌঁছেছে, দলের গোলমেশিন হয়ে উঠেছে।'

কাল ইংরেজ গোলমেশিনকে থামানোর দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত ক্রোট ডিফেন্ডার লভরেন। প্রিমিয়ার লিগের অন্যতম প্রতিপক্ষ সম্পর্কে লিভারপুলের তারকা লভরেন বলেন, 'হ্যারি প্রিমিয়ার লিগের অন্যতম সেরা স্ট্রাইকার। যা পেয়েছে, সেটা নিজের জোরেই। এটা ওর প্রাপ্য। গত কয়েক মরশুমে প্রচুর গোল করেছে। নিজেকে বিশ্বের অন্যতম সেরা স্ট্রাইকারে পরিণত করেছে। তবে ওর মতো স্ট্রাইকারকে চ্যালেঞ্জ জানানো উপভোগ করি সবসময়। আমি প্রস্তুত, সেরার বিরুদ্ধে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চাই।'

এদিকে, মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের জন্য তৈরি ইংল্যান্ডও। এক্ষেত্রে সাউথগেটের সৈনিকদের মানসিকভাবে চাঙ্গা রাখার গুরুভার সামলাচ্ছেন একজন মহিলা-ডাক্তার পিপা গ্রাঞ্জে। ইনি ইংল্যান্ড দলের মনোবিদ। সেমিফাইনালে আগামীকাল ক্রোয়েশিয়ার টক্কর নেওয়ার আগে গোটা দল পিপার ক্লাসে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটালেন। বলা হচ্ছে, সাউথগেটের দলের সাম্প্রতিক সাফল্যের নেপথ্যে রয়েছেন এই মনোবিদ। পিপার উপস্থিতি দলের মধ্যে একটা ফিল গুড আবহাওয়া তৈরি করেছে। মানসিক চাপ সরিয়ে ভালো খেলতে যা সাহায্য করছে। ফুটবলার ডেলে আলি যেমন বলেছেন, 'পিপা আমাদের অন্যতম ব্যাকরুম স্টাফ। দীর্ঘদিন দলের সঙ্গে। ওনার উপস্থিতিতে আমরা উপকৃত। চাপ কাটানোর মন্ত্রটা দারুণভাবে গেঁথে দিয়েছেন আমাদের মধ্যে।' অ্যাশলে ইয়ং বলেছেন, 'পিপা প্রত্যেকের সমস্যা মন দিয়ে শোনেন। বোঝার চেষ্টা করেন। তারপর সমাধানের রাস্তা বাতলান। আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনি ওর কথা। বিশ্বকাপটা ওর জন্য জিততে চাই।'

চিকেন বল নিয়ে অনুশীলনে র‍্যাশফোর্ডরা

রেপিনো, ১০ জুলাই ঃ ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে সেমিফাইনাল যুদ্ধে নামার আগে অভিনব অনুশীলনে মাতলেন ইংল্যান্ডের ফুটবলাররা। রেপিনোয় 'চিকেন বল' নিয়ে অনুশীলন করতে দেখা যায় হ্যারি কেন-রাহিম স্টার্লিংদের। মুরগির আদলে তৈরি রবারের বল নিয়ে মাততে দেখা গেল সাউথগেটের ছেলেদের। মেগা ম্যাচের আগে চাপ কাটাতেই ফুটবলারদের জন্য এই অভিনব অনুশীলনের আয়োজন করা হয়েছিল বলে জানানো হয়েছে থ্রি লায়ন্স শিবিরের পক্ষ থেকে। নিজেদের মধ্যে এই রবার বল নিয়ে খুনশুটিতে মাতলেও বুধবারের ম্যাচকে মোটেও হালকাভাবে নিচ্ছেন না ডেলে আলি-লিনগার্ডরা। ২৮ বছর পর বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে খেলার সুযোগকে কাজে লাগাতে মরিয়া গোটা ইংল্যান্ড শিবির। মডরিচদের বিরুদ্ধে জিতলেই কাপ জয়ের সুবর্ণসুযোগ চলে আসবে নাগালের মধ্যে তা ভালোই বুঝতে পারছেন হ্যারি কেনরা। ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে খেলতে নামার আগে দলের সব ফুটবলারকেই চোটমুক্ত রাখতে মরিয়া কোচ গ্যারেথ সাউথগেট। ইংল্যান্ডের কোচের জন্য স্বস্তির খবর, চোট সমস্যা কাটিয়ে দলের সঙ্গে এদিন পুরোদমে অনুশীলন করেন দলের মাঝমাঠের ভরসা জর্ডন হেন্ডারসন। সতীর্থদের সঙ্গে অনুশীলনে স্বমেজাজেই পাওয়া গিয়েছে গোলরক্ষক জর্ডন পিকফোর্ডকে। ফুটবলারদের এই উজ্জীবিত মনোভাবে ৫২ বছর পর বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন ইংরেজ সমর্থকরা।

২০২০ ইউরো পর্যন্ত চুক্তি বৃদ্ধির ইঙ্গিত

সাউথগেটের হাতেই সুদিন দেখছে ইংল্যান্ড

সামারা, ১০ জুলাই ঃ ১৮ মাস আগের ঘটনা। ২০১৬ সালের ইউরোতে জঘন্য পারফরম্যান্সের জন্য রয় হজসনের বিদায়, স্টিং অপারেশনে ধরা পরে স্যাম অ্যালারডাইসের ছাঁটাইয়ের পর ইংল্যান্ড ফুটবলের টালমাটাল পরিস্থিতিতে তাঁর হাতে অস্থায়ীভাবে দায়িত্ব দিয়েছিল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। ফুটবল বোদ্ধারা নাক সিঁটকালেও নিজের কাজটা নীরবে করে গিয়েছেন তিনি। ফলস্বরূপ বিশেষজ্ঞদের হিসেবের মধ্যে না থাকা থ্রি লায়ন্সরাই বুধবার ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে নামবে। আর তাদের সাফল্যের নেপথ্য নায়ক গ্যারেথ সাউথগেটের হাত ধরেই ফুটবলের সুদিন ফেরার স্বপ্নে বুঁদ ইংরেজ সমর্থকরা। এদিকে, রাশিয়ার মাটিতে হ্যারি কেনদের দুরন্ত পারফরম্যান্সের জন্য সাউথগেটের চুক্তি ২০২০ সালের ইউরো পর্যন্ত বাড়ানোর ইঙ্গিত দিল এফএ।

ইপিএলে খেলাটা যেকোনও তারকার জীবনের অন্যতম স্বপ্ন। কিন্তু সেই দেশের ফুটবলাররা ক্লাব ফুটবলে সফল হলেও আন্তর্জাতিক মঞ্চে প্রতিবার ব্যর্থতার কাহিনি লিখে আসে। সাউথগেট দায়িত্বে এসেই এই জায়গায় প্রথম পরিবর্তন আনেন। এপ্রসঙ্গে ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অনূর্ধ্ব-২১ কোচ বলেছেন, 'আমি প্রথমেই ফুটবলারদের বুঝিয়েছিলাম ক্লাবের জার্সিতে ট্রফি জেতার চেয়ে ইংল্যান্ডে হয়ে যেকোনও সাফল্য অনেক বেশি আনন্দদায়ক। এখন সেটাই সত্যি প্রমাণিত হচ্ছে। সেসময় আমি হয়তো ঠিক বলেছিলাম।' যদিও ইংল্যান্ডের সাম্প্রতিক অতীতের পারফরম্যান্সে বিরক্ত সমর্থকদের ফুটবলমুখী করে তোলাটা খুব একটা সহজ ছিল না। যার প্রমাণ ওয়েম্বলিতে ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচে পাওয়া গিয়েছিল। যেখানে থ্রি লায়ন্সদের সাফল্যে আনন্দ করার বদলে গ্যালারিতে কাগজের এরোপ্লেন ওড়াতে ব্যস্ত ছিলেন সমর্থকরা। কিন্তু কেনদের বর্তমান সাফল্য যে সমর্থকদের মনোভাব পাল্টে দিয়েছে সেটা আন্দাজ করেই সাউথগেট বলেছেন, 'ইংল্যান্ডের অতীত ব্যর্থতার জন্যই এমনটা হয়েছিল। কিন্তু ফুটবলের প্রতি ভালোবাসাটা সমান ছিল। আমরা আবার সমর্থকদের সঙ্গে সংযোগ তৈরি করতে পেরেছি। যার জন্যই পরিস্থিতিতে বদল হয়েছে।'

রাশিয়ার মাটিতে ইংল্যান্ডের সাফল্যের অন্যতম কারণ সাউথগেটের ফর্মেশন। ৪-৪-২ ছকে অভ্যস্ত ইংল্যান্ডকে ৩-১-৪-২ ফর্মেশনে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা তার মাথা থেকেই আসে। পাশাপাশি ক্লাব ফুটবলে সফল জর্ডন পিকফোর্ড, ডেলে আলি, এরিক ডায়ার, হ্যারি কেন, কাইল ওয়াকারদের বিশ্বকাপের স্কোয়াডে রাখাটাও সাউথগেটের মাস্টারস্ট্রোক। যার জন্যই তিনি জো হার্ট, অ্যাডাম লালানাদের মতো অভিজ্ঞদের বাইরে রাখার সাহস দেখাতে পেরেছেন। সবমিলিয়ে সাউথগেটের বিশ্বস্ত হাতেই নতুন করে জেগে ওঠার স্বপ্ন দেখছে থ্রি লায়ন্সরা। এদিকে, ২০২০ সালের ইউরো পর্যন্ত সাউথগেটের চুক্তি বাড়ানোর ইঙ্গিত দিয়েছে এফএ। দলের সঙ্গে সাউথগেটের যা সম্পর্ক তাতে দুবছর বাদের ইউরো তো অবশ্যই ২০২২ সালের বিশ্বকাপেও তাঁর হাতে ইংল্যান্ডের দায়িত্ব থাকলে অবাক হওয়ার থাকবে না।

ক্লাবের জার্সি গায়ে ছোট্ট মডরিচ।

উথালপাথাল শৈশব কাটিয়ে উদ্‌বাস্তু মডরিচ ক্রোয়েশিয়ার জাতীয় নায়ক

রাশিয়ায় উত্তরবঙ্গ সংবাদ
দেবস্মিতা মৌলিক

মস্কো, ১০ জুলাই ঃ রূপকথা। স্বপ্নের উপাখ্যান। এইসমস্ত বিশেষণেও হয়তো সঠিকভাবে ফুটিয়ে তোলা যাবে না লুকা মডরিচের জীবনযাত্রাকে। ক্রোয়েশিয়ার উত্তর ডালমাটিয়ার ভেলেবিট পার্বত্য অঞ্চলের ছোট্ট মডরিচি গ্রামে ১৯৮৫ সালে জন্ম লুকা মডরিচের। ছোটোবেলা থেকে রোগা-পাতলা ছেলেটা সবথেকে বেশি ভালোবাসত দুটো জিনিস। এক, তার ঠাকুরদা লুকা মডরিচ সিনিয়রকে ও দুই, ফুটবল। লুকার বাবা-মা স্টিপে ও রাদোজকা সারাদিন কারখানায় কাজকর্ম করতে ব্যস্ত থাকতেন সংসার খরচ চালানোর জন্য। তাই একেবারে ছোটো থেকেই ঠাকুরদার কাছে বেড়ে ওঠা তাঁর। তবে মাত্র ৬ বছর বয়সে সাজানো-গোছানো শৈশবটা উথালপাতাল হয়ে গিয়েছিল লুকা মডরিচের। বলকান প্রদেশের রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রাম হঠাৎ করে তাঁর পরিবারকে বানিয়ে দিয়েছিল উদ্‌বাস্তু। ক্রোয়েশিয়ার বিভিন্ন প্রদেশে বাড়ি ছেড়ে যাতে ক্রোটরা পালিয়ে যান, সেব্যাপারটা নিশ্চিত করতে চেয়েছিল বর্বর সার্বিয়ান সেনা। ১৯৯১ সালের ২৫ জুন ক্রোয়েশিয়া স্বাধীনতা ঘোষণার পরই তীব্র হয় সেনার দমন-পীড়ন। সেই বছরের ৮ ডিসেম্বর মডরিচি গ্রামে গিয়ে মাঝরাস্তায় দাঁড় করিয়ে ছ'জনকে গুলি করে হত্যা করা হয়। যাদের মধ্যে ছিলেন লুকা মডরিচ সিনিয়রও। যে ঘটনার পরে প্রাণভয়ে নিজের ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয় মডরিচ পরিবার। জাদারে হোটেল ইজে'তে শরণার্থী হয়ে থাকতে বাধ্য হয় তাঁরা। প্রয়োজনীয় খাবার জল, খাবারও যেখানে ছিল অপ্রতুল। পাশাপাশি গুলি, মর্টারের ক্রমাগত কান ছুঁয়ে বেরিয়ে যাওয়া তো ছিলই। প্রিয় ঠাকুরদাকে হারিয়ে ফুটবলটাকে আরও বুকের কাছে টেনে নেন লুকা মডরিচ। হোটেল ইজের পার্কিং প্লেসে প্রাণ হাতে নিয়ে শুরু হয় ছোট্ট লুকার ফুটবল-চর্চা।

যুদ্ধের যে সময়টা এখনও ভোলেননি লুকা মডরিচ। বরং ছোটোবেলার প্রত্যেকটা বীভৎস স্মৃতি এখনও তাঁর মনে জ্বলজ্বল করে। যে প্রসঙ্গে লুকা বলছিলেন, 'যুদ্ধের সময়ে আমাদের উদ্‌বাস্তু হয়ে যেতে হয়েছিল, যে সময়টা খুব কঠিন ছিল। ছয় বছর বয়স হলেও সেসময়ের কথা স্পষ্ট মনে আছে। বলতে পারেন, সেই সময়কার কথা মনে করতে বা ভাবতে চাই না। তবে পরিষ্কার মনে আছে, দীর্ঘদিন আর্থিক অনটনের মধ্যে ভুগে এক হোটেলে শরণার্থী হয়ে থাকতে হয়েছিল আমাদের। এখনও মনে পড়ে আমার পাওয়া প্রথম শিন প্যাডে ব্রাজিলিয়ান রোনাল্ডোর ছবি ছিল, যেটা আমার দারুণ পছন্দ হয়েছিল। এটুকু বলতে পারি, যুদ্ধের ওই কঠিন সময়টা আমাকে মানসিকভাবে শক্তিশালী করে তুলেছিল। ওই সময়টাকে মনে রাখতে যেমন চাই না, তেমন এটাও সত্যি, ওই কঠিন দিনগুলোর কথা ভুলে যাওয়াও সম্ভব নয়।'

বুধবার রাতে মস্কোর ঐতিহাসিক লুঝনিকি স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে নিজের দেশ ক্রোয়েশিয়াকে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দিতে নামবেন ৩২ বছরের লুকা। রিয়াল মাদ্রিদের জার্সিতে চারবারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ীকে আপাতত গোটা বিশ্ব কার্যত এক ডাকে চেনে। কিন্তু তাঁর ফুটবলার হয়ে ওঠার ইতিহাস জানলে ও ছোট্ট চেহারার ফুটবলারটির সাহস ও সিংহ হৃদয়ের পরিচয় পেলে সত্যিই আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। লুকার ফুটবলকে ঘিরে জীবনে বড়ো হওয়ার স্বপ্নটা আরও উসকে ওঠে ১৯৯৮ সালে। প্রথমবার বিশ্বকাপ খেলতে নেমে ইতিহাস গড়ে তৃতীয় হয় দাভর সুকের, জোভনিমির বোবানদের ক্রোয়েশিয়া। ১৩ বছরের লুকা গোল্ডেন বুটজয়ী সুকের ও অধিনায়ক বোবানের মতোই দেশকে গর্বিত করার স্বপ্ন দেখেছেন। বলা ভালো, এবারের রাশিয়ায় ইতিমধ্যে ছোটোবেলার আইডলদের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছেন। ১৯৯৮ সালের পরে প্রথমবার বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে উঠেছে ক্রোয়েশিয়া। এবার ইংল্যান্ডকে হারিয়ে নতুন ইতিহাস লেখার সুযোগ রয়েছে মডরিচদের সামনে। যে প্রসঙ্গে রিয়াল মাদ্রিদের তারকা মিডফিল্ডার মডরিচ বলছিলেন, '১৯৯৮ সালের পর ২০ বছরে দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে খেলতে নামব আমরা। এটা আমাদের সবার জন্য খুবই আনন্দের ও গর্বের বিষয়। সেবারের বিশ্বকাপে কিছুটা দুর্ভাগ্যের শিকার হতে হয়েছিল। আশা রাখি, দেশকে বিশ্বমঞ্চে আমরা আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব।'

শুধু ছোটোবেলার বীভৎস সময়ের সঙ্গে লড়াই নয়, ফুটবলার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতেও যথেষ্ট কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে লুকা মডরিচকে। ছোটোখাটো চেহারার জন্য তাঁকে অনেক কোচই ভাবী ফুটবলার হওয়ার তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছিলেন। তবে ১০ বছরের ছোট্ট লুকাকে জাদারের হাদজুক স্পিল্টের কোচ টমিস্লাভ বাসিচ প্রথম সুযোগ দেন। তিনিই ডায়ানামো জাগ্রেবে ট্রায়ালের ব্যবস্থা করে দেন লুকাকে। ক্রোয়েশিয়ার রাজধানী জাগ্রেবের তথা সেদেশের সবথেকে বড়ো ক্লাব ডায়ানামো জাগ্রেব। ক্রোয়েশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরুটাও অনেকের মতে এই ক্লাব থেকেই। বলা ভালো, ১৯৯৮ বিশ্বকাপে ক্রোয়েশিয়ার অধিনায়ক জোভনিমির বোবানের উড়ন্ত এক লাথি থেকে! ১৯৯০ সালের ১৩ মে ডায়ানামো জাগ্রেব ও সাবেক অখণ্ড যুগোস্লোভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডের রেড স্টারের মধ্যে খেলায় পুলিশের অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপের হাত থেকে নিজেকে ও সতীর্থদের বাঁচাতে এক পুলিশকর্মীর মুখে উড়ন্ত লাথি চালিয়েছিলেন বোবান। সেই সময় বোবানকে নির্বাসিত হতে হলেও তিনি ক্রোয়েশিয়ায় জাতীয় নায়কের সম্মান পান। আর আপাতত ফের একবার বিশ্বকাপ ফাইনালে ওঠা ক্রোয়েশিয়ার বর্তমান নায়ক লুকা মডরিচও জাতীয় নায়ক হওয়ার পথে। যাকে বার্সেলোনায় খেলা ইভান রাকিটিচ ডাকেন দাদা বলে। ইন্টার মিলানের ইভান পেরিসিচ সগর্বে বলেন 'আমাদের নেতা'। আর জুভেন্তাসের মারিও মান্ডুকিচ জানিয়ে দেন, বিশ্বকাপের গোল্ডেন বল জেতার একনম্বর দাবিদার মডরিচই। ডায়ানামো জাগ্রেব, টটেনহ্যাম হয়ে রিয়াল মাদ্রিদের তারকা লুকা আপাতত বিশ্বসেরা, আর ক্রোয়েশিয়ার জাতীয় নায়কও।

পায়ের নীচে সরষে থাকা বাঙালির কাছেও এখন পছন্দের ঘুরতে যাওয়ার জায়গা কিছুদিনের মধ্যেই হয়ে উঠবে ক্রোয়েশিয়ার অন্যতম দর্শনীয় সাদা বালির সমুদ্রতট আর নিশ্চয়ই জাদারের হোটেল 'ইজে'ও।